আরকানুল ইসলাম

[ইসলামের স্তম্ভসমূহ]

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ.

মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন বা জীবনব্যবস্থা হলো, ইসলাম। ইসলাম একটি স্বভাবগত জীবনব্যবস্থার নাম। মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে এ ফিত্বরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানব শিশু এ ফিত্বরাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। ইসলামের সকল বিধিবিধান প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মহান আল্লাহর সামনে অনুগত। মহান আল্লাহ মানুষকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সামনে অনুগত হওয়ার নামই ইসলাম। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ের নাম। ইসলাম বলতে আক্বীদা ও আমল উভয়কেই বোঝায়। একজন মুসলিম তার আক্বীদা-বিশ্বাসকে যেমন বিশুদ্ধ করবে, ঠিক তেমনি তার আমলকেও বিশুদ্ধ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্বীদা ও আমলের সমন্বয়ে পাঁচটি বিষয়কে ইসলামের রোকন বা খুঁটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ঈমানের অন্যান্য খুঁটিসমূহও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের উপরই অন্যান্য বিষয় নির্ভরশীল। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান ছাড়া কোনো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বান্দার উপর বিভিন্ন আমল ফরয করেছেন। কিছু আমল শারীরিক, কিছু আমল আর্থিক, কিছু আমল শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে। কিছু আমল প্রকাশ্য; কিছু আমল গোপনীয়। ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে এ সকল ধরনের আমলের সমন্বয়ে করা হয়েছে। ইবাদাতের সকল প্রকার এ পাঁচটি রোকনের মধ্যে রয়েছে।

"ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। যথা- (১) 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ সম্পাদন করা এবং (৫) রামাদানের সিয়াম পালন করা।" [সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৬]

ইসলামের এ পাঁচটি খুঁটি সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। তাই এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে এ পাঁচটি খুঁটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আশা করি, প্রত্যেক মুসলিম ভাই ও বোনের দীনী জ্ঞান অর্জনে উক্ত গ্রন্থ সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ!

উক্ত গ্রন্থটি 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশক গ্রন্থটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য অনেক সময়-শ্রম ব্যয় করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে, তাঁর প্রকাশনীকে ও তাঁর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন!

বইটি রচনার ক্ষেত্রে সহীহ কথা দলীল-প্রমাণসহ পেশ করার জন্য চেষ্টা করেছি। তদুপরি, মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটি হতে পারে। সুধি পাঠকের কাছে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে মেহেরবানী করে আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেবো, ইনশাআল্লাহ!

মহান আল্লাহ এ বইটিকে কবুল করুন। আমাদেরকে দীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান ও বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমল করার তাওফীক্ব দিন। আমাদের সবাইকে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
imam.bangladesh@gmail.com
যুলক্বা'দাহ ১৪৪২ হিজরী
জুলাই ২০২১ ঈসা'য়ী

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১২
ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ পাঁচটি	১৪
ইসলামের প্রথম রোকন বা স্তম্ভ: **তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান**	২০
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যপ্রদানের গুরুত্ব	২১
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের শর্তাবলি	২৬
প্রথমত: তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি	২৬
দ্বিতীয়ত: রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি	৩২
ইসলামের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ: **সালাত কায়েম করা**	৩৬
সালাতের পরিচয়	৩৮
পূর্বেকার নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামের সালাত	৩৯
সালাত ফরয হওয়ার হিকমাত	৪১
কার উপর সালাত ফরয	৪২
সালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম ও পরিণতি	৪৩
সালাতের শর্তসমূহ	৪৫
সালাতের সময়সূচি	৪৮
সালাতের রাকা'আত সংখ্যা	৫০
বিশেষ সময় ও দিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সালাত	৫১
সালাতের ফরযসমূহ	৫৬
সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৫৯
জামা'আতে সালাত আদায় করা	৫৯
মৃত ব্যক্তির জন্য সালাত	৬২
সালাত বিনষ্টকারী বিষয়	৬৩
সালাতের নিষিদ্ধ সময়	৬৫
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত	৬৫
ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ: **যাকাত আদায় করা**	৬৯
যাকাতের পরিচয়	৭০
ইসলামে যাকাতের স্থান	৭০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
যাকাত ফরয হওয়ার হিকমাত	৭২
যাকাতের উপকারিতা	৭৫
যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা	৭৭
যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত	৮০
যেসব সম্পদের উপর যাকাত ফরয	৮৪
যাকাত ব্যয়ের খাত	৮৮
আমাদের সমাজে যাকাত আদায়ে ত্রুটিসমূহ	৯১
যাকাতুল ফিত্বর	৯৩
যাকাতুল ফিত্বর প্রবর্তনের হিকমাত	৯৪
যাকাতুল ফিত্বরের হুকুম	৯৪
যাকাতুল ফিত্বরের পরিমাণ	৯৫
যাকাতুল ফিত্বর ব্যয়ের সময় ও খাত	৯৭
ইসলামের চতুর্থ রোকন বা স্তম্ভ: **রামাদান মাসের সিয়াম পালন**	৯৮
সিয়ামের পরিচয়	৯৯
সিয়ামের হুকুম	১০০
সিয়ামের ফযীলাত	১০১
সিয়ামের উপকারিতা	১০৩
সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত	১০৫
সিয়ামের আদব	১০৬
সিয়াম ভঙ্গের কারণ	১০৯
যেসব কাজে সিয়াম নষ্ট হয় না	১১১
যাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ	১১৪
যেসব দিনে সিয়াম পালন হারাম	১১৬
যেসব দিনে সিয়াম পালন মাকরূহ	১১৮
রামাদানের ক্বিয়াম	১২০
নফল সিয়ামের ফযীলাত	১২২
ইসলামের পঞ্চম রোকন বা স্তম্ভ: **হজ্জ পালন**	১২৬
হজ্জের পরিচয়	১২৬
হজ্জের ফযীলাত	১২৭

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ. وَبَعْدُ:

ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। মহান আল্লাহ ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করে তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৯]

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৮৫]

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৩]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا»

"ইসলাম হচ্ছে- তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।" [সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম: ৮; অত্র হাদীসের শব্দ সহীহ মুসলিমের। সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।]

শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান ইসলামের সংজ্ঞায় বলেন,

هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

"ইসলাম হলো তাওহীদের সাথে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং শির্ক ও শির্ককারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।" [দুরূসুন ফি শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, তৃতীয় সংস্করণ) পৃ. ১৫]

যুগে যুগে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের সবারই দীন ছিল ইসলাম এবং সবাই পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দিতেন।

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ»

"আমি দুনিয়া ও আখিরাতে 'ঈসা ইব্নু মারইয়ামের ঘনিষ্ঠতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দীন হলো এক।" [সহীহ বুখারী: ৩৪৪৩; সহীহ মুসলিম: ২৩৬৫]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।" [সূরা ৪২; আশ-শূরা ১৩]

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে কয়েকজন নবীর দাওয়াতের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেখানে তাঁরা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে বলেন,

﴿ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

"আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার'।" [সূরা ১০; ইউনুস ৭২]

ইসলামের প্রথম রোকন বা স্তম্ভ

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান

(شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ)

ইসলামের প্রথম খুঁটি হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে হলে তাকে প্রথমে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, "মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর রাসূল।"

একজন মানুষ মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্যদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ তালিব তার ভাতিজার নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করেননি। ফলে তিনি মুসলিম হতে পারেননি। মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাই বুঝা গেল, কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে একজন মুসলিম হিসেবে দুনিয়ায় আমাদের জীবনযাপন কেমন হবে। আমাদের বিশ্বাস ও কর্ম আখিরাতমুখী হবে নাকি অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মতো অন্তঃসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা হবে।

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকাশ্য ঘোষণা ও সকল কাজ-কর্মে যখন আমরা প্রকৃত অর্থে এই কালেমার সাক্ষ্যদাতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবো, তখন দুনিয়ায় আমাদের বসবাস, জীবন ধারণ সবই হবে আখেরাতে নাজাত ও নেয়ামত লাভের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। জীবন হবে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, অধিকার ও কর্তব্যে সমন্বিত, হক্ব-ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে হতাশা-নিরাশার কোনো স্থান নেই। আল-কুরআনুল কারীম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস থেকে এই কালেমার সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যপ্রদানের গুরুত্ব

(أَهَمِّيَّةُ شَهَادَةِ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ)

এ সাক্ষ্যদান ঈমানের প্রধান শাখা

ঈমানের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শাখা হলো তাওহীদের সাক্ষ্যদান। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ»

"ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে- 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই'-এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।" [সহীহ মুসলিম: ৩৫]

এ সাক্ষ্যদানের প্রতি নবী আলাইহিমুস সালামগণ দা'ওয়াত দিতেন

যুগে যুগে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ পৃথিবীর মানুষকে এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দিতেন। যারা এ কালেমার সাক্ষ্যদানের আহ্বানে সাড়া দিতেন, তারা তাঁদের উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত হতেন। যারা সাড়া দেয়নি, তারা কাফির ও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" [সূরা ১৬: আন-নাহল ৩৬]

এ সাক্ষ্যদান প্রকৃত জ্ঞানী ও জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য

এ সাক্ষ্যদাতাগণ এমন এক সাক্ষ্য প্রদান করেন, যে সাক্ষ্যটি মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ ও নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামও প্রদান করেন। তাওহীদ ও রিসালাতবিহীন জ্ঞান জাহালাত বা মূর্খতা। এ জন্য মহান আল্লাহ এ সাক্ষ্যদাতাগণকে أُوْلُوا الْعِلْمِ বা জ্ঞানী বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

ইসলামের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ

সালাত কায়েম করা

(إِقَامُ الصَّلٰوةِ)

মহান আল্লাহর ইবাদাতসমূহের মধ্যে মর্যাদাগত ও দলীলগত দিক থেকে সালাত একটি মহান ইবাদাত। এটি ইসলামের অন্যতম একটি রোকন বা খুঁটি। সালাতের মাধ্যমে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটি মহান আল্লাহর ও বান্দার মাঝে সংযোগ ঘটায়। সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায়। দৈনিক পাঁচবার সালাত কায়েম করা সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর উপর ফরয।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে এ বিষয়ের বর্ণনা বহু স্থানে রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর।" [সূরা ২: আল-বাক্বারাহ ৪৩]

﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا﴾

"নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।" [সূরা ৪: আন-নিসা ১০৩]

﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾

"তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে– এটাই সঠিক দীন।" [সূরা ৯৮: আল-বায়্যিনাহ ৫]

ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ

যাকাত আদায় করা

(إِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ)

ইসলাম মহান আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এক মযবুত বন্ধনের নাম। বান্দা তার আমলের মাধ্যমে এ ভিত্তিকে মজবুত করে। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি ভিত্তি থাকে। ইসলামেরও কিছু ভিত্তি বা খুঁটি রয়েছে, যে খুঁটিগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম খুঁটি। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

"ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। যথা- (১) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল– এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ সম্পাদন করা এবং (৫) রামাদানের সিয়াম পালন করা।" [সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৬]

যাকাত এমন একটি আর্থিক ইবাদাত, যার মাধ্যমে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করে। কারণ, মানুষ সম্পদ সহজে খরচ করতে চায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾

"সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।" [সূরা ১৮; আল-কাহফ ৪৬]

ইসলামের চতুর্থ রোকন বা স্তম্ভ

রামাদান মাসে সিয়াম পালন করা

(صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ / صَوْمُ رَمَضَانَ)

রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা ইসলামের চতুর্থ রোকন বা খুঁটি। সিয়াম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মহান আল্লাহ সিয়ামকে পছন্দ করেন, এ কারণে তিনি সকল উম্মতের উপর সিয়াম ফরয করেছেন। তিনি এ উম্মতকে একটি পরিপূর্ণ দীন প্রদান করেছেন। সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৮৩]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" [সহীহ বুখারী: ১৯০৩]

ইসলামের পঞ্চম রোকন বা স্তম্ভ

হজ্জ পালন করা

(حَجُّ الْبَيْتِ)

হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচটি রুকনের সর্বশেষ তথা পঞ্চম রোকন। এটি দৈহিক পরিশ্রম ও আর্থিক ত্যাগের সমন্বয়ে গঠিত এক বিরাট ফযীলাতপূর্ণ ফরয ইবাদাত। মক্কা মুকাররামায় যাতায়াত ও হজ্জ পালনকালে অবস্থানের খরচের অর্থ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি সমপরিমাণ অর্থের যেকোনো মালিকের উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যারা সেখান পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা রাখে।" [সূরা ৩: আলে-ইমরান ৯৭]

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

"আর হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর।" [সূরা ২: আল-বাক্বারাহ ১৯৬]

নিম্নে হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো,

হজ্জের পরিচয়

(تَعْرِيْفُ الْحَجِّ)

হজ্জের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো,

اَلْحَجُّ لُغَةً: اَلْقَصْدُ مُطْلَقًا، وَشَرْعًا: هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَّخْصُوْصٍ فِيْ زَمَنٍ مَّخْصُوْصٍ بِفِعْلٍ مَّخْصُوْصٍ

উপসংহার

আখিরাতে সফলতা লাভ করতে হলে ইসলাম নিয়ে মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ইসলামবিহীন মৃত্যুবরণ করলে মহান আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে না। তাই ইসলামের খুঁটিসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তদানুযায়ী আমল করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।" [সূরা ৩: আলে-ইমরান ১০২]

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ।" [সূরা ২: আল-বাক্বারাহ ২৫]

﴿ وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" [সূরা ৩: আলে-ইমরান ১৩৩]

কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। তার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যায়। তাওবা করে ফিরে আসা ব্যতীত আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না। এ ধরনের কিছু বিষয় নিম্নরূপ:

১. মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ করা। যেমন- কোনো নবী বা রাসূলের নিকট, মৃত অলীর নিকট অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾